বাগদাদের এক শীতের রাত। কারফার মহল্লার গলিতে একটি ছোট্ট আগুন জ্বলছিল — পথচারীরা হাত সেঁকতে থামছিল, তারপর চলে যাচ্ছিল।

কিন্তু একজন থেকে গেল।

নাম তার মুসা। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। পরনে জীর্ণ কাপড়। মুখে দাড়ি। চোখে এক অদ্ভুত শূন্যতা।

সে আগুনের সামনে বসল। হাত গরম করল না। শুধু আগুনের দিকে তাকিয়ে রইল। পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন এক বুজুর্গ — নাম শায়খ আলী আল-হাম্বলি। তিনি মুসাকে দেখলেন।

কিছু একটা তাঁকে থামাল। তিনি পাশে বসলেন। কিছু বললেন না। দুজনে চুপ করে আগুনের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

অনেকক্ষণ পর শায়খ বললেন:"আগুনে কী দেখছ?"

মুসা বলল: "নিজেকে।"

শায়খ বললেন: "মানে?"

মুসা আস্তে বলল: "এই আগুন জ্বলছে — কিন্তু কিছু পাচ্ছে না। আমিও সারাজীবন জ্বলেছি — কিন্তু কিছু পাইনি।"

শায়খ চুপ করে শুনলেন। তারপর বললেন: "তুমি কী চেয়েছিলে জীবনে?"

মুসা একটু হাসল — তিক্ত হাসি। বলল: "সব। সম্মান চেয়েছিলাম। সম্পদ চেয়েছিলাম। ভালোবাসা চেয়েছিলাম। কিছুই পাইনি।"

শায়খ বললেন: "কার কাছে চেয়েছিলে?"

মুসা থামল। এই প্রশ্নটা সে আশা করেনি। বলল, "মানুষের কাছে।"

শায়খ বললেন: "এইখানেই তোমার ভুল।"

মুসা তাঁর দিকে তাকাল। শায়খ বললেন:

"মানুষ দিতে পারে না — কারণ মানুষের কাছে নিজেরই কিছু নেই। যা দেয় — তা আল্লাহরই দেওয়া। তুমি মাঝখানের হাত থেকে চেয়েছ — মূল উৎস থেকে চাওনি।"

মুসা বলল: "কিন্তু আমি তো নামাজও পড়েছি। দুআও করেছি।"

শায়খ জিজ্ঞেস করলেন: “কীভাবে দুআ করেছিলে?”

মুসা বলল: “বলেছিলাম — হে আল্লাহ, আমাকে এটা দাও, ওটা দাও।”

শায়খ বললেন: “তুমি কি কখনো শুধু বলেছিলে — হে আল্লাহ, শুধু তোমাকে চাই?”

মুসা চুপ হয়ে গেল। সে এই কথা কখনো বলেনি।

সে সারাজীবন আল্লাহর কাছে জিনিস চেয়েছে — কিন্তু আল্লাহকে কখনো চায়নি।

শায়খ আবার আগুনের দিকে তাকালেন। বললেন:

“এই আগুন দেখো। এটা জ্বলছে — কারণ এর কাছে জ্বালানি আছে। যখন জ্বালানি শেষ হয়ে যাবে — আগুনও নিভে যাবে। কিন্তু আল্লাহর নূর — তার কোনো জ্বালানি লাগে না। সে নিজেই আলো। যে তাঁকে পায় — সে কখনো নেভে না।”

মুসার চোখ ভিজে এলো। সে বলল: “শায়খ, আমার বয়স পঞ্চাশ। এখন কি দেরি হয়ে গেছে?”

শায়খ তাঁর দিকে ফিরলেন। বললেন: “তুমি কি এখনো শ্বাস নিচ্ছ?”

মুসা বলল, “হ্যাঁ।”

শায়খ বললেন: “তাহলে দেরি হয়নি। আল্লাহর দরজায় ‘দেরি হয়ে গেছে’ বলে কোনো সাইনবোর্ড নেই।”

সেই রাতে আগুন নিভে গেল। কিন্তু মুসা উঠল না।

সে অন্ধকারে বসে রইল। তারপর আস্তে বলল — প্রথমবারের মতো:

“হে আল্লাহ, আমি তোমাকে চাই। অন্য কিছু না।”

সেই মুহূর্তে শীতের বাতাস থামল। অন্তত মুসার মনে হলো — থামল।

পরের বছর সেই মহল্লার মানুষ দেখল — মুসা বদলে গেছে। সম্পদ আসেনি। সম্মান আসেনি। কিন্তু তার চোখের সেই শূন্যতা — চলে গেছে। তার বদলে এসেছে এক অদ্ভুত শান্তি।

মানুষ জিজ্ঞেস করত: “মুসা, তোমার চোখ এখন এত শান্ত কেন?”

সে বলত: “কারণ আমি এখন আর চাই না — শুধু পেয়েছি।”

“কী পেয়েছ?”

সে হাসত। বলত: “যাঁকে পেলে আর কিছু লাগে না।”

- **“দুনিয়ার সব চাওয়া পূরণ হলেও মানুষের বুক ভরে না। শুধু একটি চাওয়াই বুক ভরায় — আর তা হলো আল্লাহকে চাওয়া।” — ইমাম ইবনুল জাওযি রহ., আল-লাতাইফ**

- **“জেনে রেখো — আল্লাহর স্মরণেই হৃদয় প্রশান্ত হয়।” — সূরা আর-রাদ, ১৩:২৮**

- সংগৃহিত।

সূত্র: আল-লাতাইফ ফিল ওয়াআজ, ইমাম আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযি রহিমাহুল্লাহ (৫০৮–৫৯৭ হি.)

https://www.facebook.com/share/p/18i9xViUhv/